৪৬তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সমাপনী অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

২২ জানুয়ারি ২০১৭, রবিবার, বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রতিযোগী, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আয়োজকবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর আয়োজিত ৪৬তম শীতকালীন জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দল, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। যারা জাতীয় পর্যায়ে বিজয়ী হয়েছে, তাদেরকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। তিনি স্বাধীনতার পর নতুন নামে 'বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া সমিতি' গঠন করেন। জাতির পিতা ছিলেন এ সমিতির প্রথম প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তিনিই ১৯৭২ সালে জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা করেন।

২০০৯ সালে আমরা সরকার গঠনের পর এ প্রতিযোগিতা নতুন মাত্রা পেয়েছে। দেশের আবহাওয়া ও জনপ্রিয়তার উপর ভিত্তি করে আমরা গ্রীষ্মকালে ফুটবল, কাবাডি, হ্যান্ডবল, সাঁতার এবং শীতকালে ক্রিকেট, হকি, বাস্কেটবল, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিকস্ ও টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করছি। গ্রাম থেকে উপজেলা, উপজেলা থেকে জেলা, জেলা থেকে উপ-অঞ্চল, উপ-অঞ্চল থেকে অঞ্চল ও সর্বশেষ জাতীয় পর্যায়ে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

৪৬তম শীতকালীন জাতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে শুরু হয়েছিল ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬। জাতীয় পর্যায়ে শুরু হয় গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৭। আজকে সমাপনী দিন। এ বছর ১৬ হাজার ১০১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৭ হাজার ৬১১টি মাদরাসা থেকে ৭টি ইভেন্টে প্রায় ২ লক্ষ ৫০ হাজার শিক্ষার্থী এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। বিভিন্ন পর্যায় শেষে ১৮৪টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮০৮ জন প্রতিযোগী জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণ করেছে। এখানে ছাত্রীরাও পিছিয়ে নেই। ৩৪৪ জন ছাত্রী জাতীয় পর্যায়ে অংশ নিয়েছে। এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফলে তৃণমূল থেকে অনেক মেধাবী খেলোয়াড় জাতীয় পর্যায়ে উঠে আসার সুযোগ পাচ্ছে।

সুধিবৃন্দ,

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করেছে, তখনই খেলাধুলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আমরা গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত বিভিন্ন ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ করেছি। উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত স্টেডিয়াম নির্মাণ, অবকাঠামো উন্নয়নসহ উন্নত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি।

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম, নারায়ণগঞ্জ খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম, খুলনা শেখ আবু নাসের স্টেডিয়াম, চট্টগ্রাম জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামসহ দেশের প্রায় সকল স্টেডিয়াম, সুইমিংপুল, জিমনেসিয়াম ও ক্রীড়া কমপ্লেক্সের সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। নতুন নতুন স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা কক্সবাজারে 'শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম' নির্মাণ করেছি।

আমরা শিক্ষা ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানে খেলাধুলার সরঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। আমরা প্রতিবছর দেশব্যাপী ছাত্রদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' ও ছাত্রীদের জন্য 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট' আয়োজন করে আসছি।

২০০৯ সালের আগে জাতীয় স্কুল ও মাদরাসা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আমাদের মেয়েরা হকি, ক্রিকেট ও বাস্কেটবল খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারত না। আমরা দায়িত্ব নিয়েই এসব ইভেন্টে মেয়েদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছি। কারণ আমরা চাই ছেলে-মেয়ে সবাই সমান সুযোগ পাবে।

জাতীয় পর্যায়ে একাধিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। আমরা খেলাধুলার প্রসারে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি করেছি। বিকেএসপি ও শারীরিক শিক্ষা কলেজসমূহের সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়েছি।

এখন আমাদের ক্রীড়াবিদরা জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখছে। গত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে বাংলাদেশ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আমরা পাকিস্তান, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজ জয় করেছি।

আমাদের মেয়েরা এএফসি অনুর্ধ্ব-১৪ ফুটবলে আঞ্চলিক চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। সম্প্রতি ভারতে অনুষ্ঠিত নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় আমরা রানার-আপ হয়েছি। আমাদের নারী ক্রিকেট দল জায়গা করে নিয়েছে আগামী টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপে। প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনছে।

সুধিবৃন্দ,

শিক্ষিত, দক্ষ, মূল্যবোধসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক ও সৃজনশীল নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে গত ৮ বছরে আমরা দেশের শিক্ষাখাতে আমূল পরিবর্তন এনেছি। আমরা যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। তা বাস্তবায়ন চলছে। মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষাকে আধুনিককরণ করেছি। নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করে দিয়েছি। আমরা ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেছি।

২০১০ থেকে এ পর্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ২২৫ কোটি ৪৩ লাখ ১ হাজার ১২৮টি পাঠ্যবই বিতরণ করা হয়েছে। এবছর ১লা জানুয়ারি আমরা শিক্ষার্থীদের মাঝে ৩৬ কোটি ২১ লাখ ৮২ হাজার ২৪৫টি বই বিতরণ করেছি। ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে প্রাথমিক হতে ডিগ্রি পর্যন্ত ১ কোটি ৭২ লাখ ৯৩ হাজার ১১৮ জন শিক্ষার্থীকে মেধাবৃত্তি ও উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

আমরা ডিজিটাল শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলছি। সকল পাঠ্যপুস্তক ই-বুকে রূপান্তর করা হয়েছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পরীক্ষার ফল ওয়েবসাইট, এসএমএস ও ই-মেইলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করে শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত সাংস্কৃতিক চর্চা, বিতর্ক, খেলাধুলার আয়োজন করা হচ্ছে। শিক্ষা ও খেলাধুলাসহ স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, তথ্য-প্রযুক্তিসহ সকলক্ষেত্রে আমরা ব্যাপক উন্নতি করেছি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা যখন এগিয়ে যাচ্ছি, দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক তখনই একটি গোষ্ঠি ধর্মের নামে জঙ্গি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশে অরাজক পরিস্থিতি তৈরির অপচেষ্টা করছে। কোমলমতি ছেলেমেয়েদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করছে।

জঙ্গিবাদের নেপথ্যে থাকা মদদদাতা শক্তির ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। আমি দেশের ইমাম, শিক্ষক, অভিভাবকসহ সকলকে জঙ্গি তৎপরতার বিরুদ্ধে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান, আপনাদের সন্তানের প্রতি নজর রাখুন। তাদের এমনভাবে পরিচালিত করুন, যাতে তারা ভুল পথে পা বাড়াতে না পারে। আমি দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই, বাংলাদেশের মাটিতে জঙ্গি ও সন্ত্রাসীদের কোন ঠাঁই হবে না।

প্রিয় প্রতিযোগীগণ,

তোমরাই একদিন দেশ চালাবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, সাম্য, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে তোমাদের কাজ করতে হবে।

মনে রাখতে হবে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা এ দেশ স্বাধীন করেছি। ৩০ লাখ শহীদের রক্তে রঞ্জিত আমাদের এ পতাকা। এ স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে হবে। এ দেশকে উন্নত-সমৃদ্ধ করতে হবে। পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশকে, বাঙালি জাতিকে মর্যাদার আসনে উন্নীত করতে হবে।

সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে তোমাদের কাজ করতে হবে। তোমরাই আমাদের ভরসা। জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন এবং এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলবে। আগামী দিনে তোমরা স্বাস্থ্যে, জ্ঞানে, চিন্তা-চেতনায় আধুনিক ও সফল মানুষ হবে। দেশকে সুন্দর করে গড়ে তুলবে- সেটাই আমার প্রত্যাশা।

সুধিমন্ডলী,

আমি ব্যক্তিগতভাবে খেলাধুলা খুব পছন্দ করি। জাতির পিতা একজন ক্রীড়ামোদী মানুষ ছিলেন। তিনি স্কুল জীবনে অসংখ্য ফুটবল ম্যাচ খেলেছেন। আমার দাদাও ভাল ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। আমার ভাই শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল আবাহনী ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন।

শহীদ লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল ও শহীদ ক্যাপ্টেন শেখ কামাল ফুটবলসহ ক্রীড়া সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন। তাঁরা ফুটবল, ভলিবল, হকি খেলতেন। আমার মা ছিলেন তাঁদের নিরন্তর প্রেরণার উৎস। সবমিলিয়ে খেলাধুলা আমাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের সাথে মিশে আছে।

সুস্থ-সবল দেহ ও মনের জন্য খেলাধুলার কোন বিকল্প নেই। খেলাধুলা শৃঙখলাবোধ, অধ্যবসায়, দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতা ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। সাংস্কৃতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। খেলাধুলা যুবসমাজকে বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করে। মাদক, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখে।

এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আমাদের কিশোর তরুণদের নতুন স্বপ্ন দেখাবে। তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবে আগামী দিনের সফল ক্রীড়াবিদ। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে তারা নিজস্ব প্রতিভায় উদ্ভাসিত হবে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে অবদান রাখবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, জাতির পিতা আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা এনে দিয়েছেন। এখন তাঁর দেখানো পথেই আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

তোমরা তরুণ। ভবিষ্যত তোমাদের ডাকছে। তাই তোমরা এখানেই থেমে থাকবে না। তোমরা প্রত্যেকে হয়ে উঠবে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদমুক্ত, উন্নত-সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণের কারিগর। ঐতিহ্যবাহী এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অব্যাহত সাফল্য কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।